দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ OCT 31 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পাঠাগারে সময়োপযোগী বই দরকার

কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী দিন দিন পাঠকশূন্য ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। এতদসংক্রান্ত সংবাদটি ছাপা হইয়াছে গত ২৮শে অক্টোবর শনিবার দৈনিক ইত্তেফাকের ভিতরের পৃষ্ঠায়। জানা যায়, পড়ুয়াদের ভিড়ে যে পাঠাগারটি এককালে মুখর থাকিত, বর্তমানে সেই পাঠাগারে পাঠকের আনাগোনা খুবই কম। নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ঐতিহ্যবাহী এই পাঠাগারটির প্রতি পড়ুয়াদের ঝোঁক এবং আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছে। আলোচ্য পাঠাগারটির এ রকম শ্রীহীন হইবার পিছনে একাধিক সমস্যা রহিয়াছে। প্রধান সমস্যা পাঠাগারে সময়োপযোগী বইয়ের অভাব।

অভিযোগ রহিয়াছে, দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং বিভিন্ন পাঠাগারে সরকারের বরাদ্দকৃত টাকায় প্রতিবছর কিছু কিছু বইও যে কেনা হয় না, তাহা নয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বইয়ের শ্রেণী নির্ধারণ করা হয় না। এখনকার সময়ে তরুণ ও উঠতি প্রজন্মের মানসিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক বইপত্র। দরকার ধ্রুপদী উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ক আধুনিক বইপত্র। কিন্তু শুধু কুষ্টিয়ার পাবলিক লাইব্রেরীতে নয়, দেশের বেশীর ভাগ পাঠাগারেই সময়োপযোগী সেইসব বইয়ের খুবই অভাব।

এককালে স্কুল-কলেজে পাঠাগার স্থাপনের শর্তটি ছিল বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ স্কুল-কলেজের সরকারী অনুমোদন লাভ করিতে হইলে পাঠাগার স্থাপনের শর্তটি পূরণ করিতে হইত। সেসব পাঠাগারে শিক্ষা, সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত বই থাকিত প্রচুর। প্রতিবছর শিক্ষায়তনের টাকায় এবং সরকারের দেয় অনুদানে পাঠাগারের জন্য বই কেনা হইত নিয়মিত। এইভাবে স্কুল-কলেজের পাঠাগারগুলি সমৃদ্ধ হইতে সমৃদ্ধতর হইতে থাকিত। একটি শিক্ষায়তন যত প্রাচীন হইত তত সমৃদ্ধ হইত উহার পাঠাগারটি।

স্কুল-কলেজে পাঠাগার স্থাপনের শর্তটি এখনো বাধ্যতামূলক। এখন সরকার হইতে স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন পাঠাগারের জন্য প্রতিবছর বর্ধিত হারে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যায় কিছু ব্যতিক্রম বাদে স্কুল-কলেজের পাঠাগারসহ বিভিন্ন পাবলিক পাঠাগারে সময়োপযোগী বইয়ের সংখ্যা খুব কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাঠাগারগুলি সস্তা ও অপ্রয়োজনীয় বইয়ে ঠাঁসা। পাঠক আকর্ষণ করিতে পারে এমন বই কেনার দিকে অগ্রাধিকার ও আগ্রহের যথেষ্ট অভাব।

বই পড়ার ক্ষেত্রে সময়ের বিচারে আমরা বহু পিছাইয়া আছি। আমাদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তেমনভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বই হইতেছে মানুষের অজ্ঞতা দূর করা, জ্ঞানালোকে প্রবেশ করার চাবি কাঠি। বই'য়ের গুরুত্ব বিষয়ে নতুনভাবে বলার কিছু নাই। কবি ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম বেহেশতে তাঁহার প্রয়োজনীয় সামগ্রির তালিকায় বই রাখিয়াছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী বলিয়াছেন, বই কিনিয়া কেহ দেউলিয়া হয় না। আর চার্লস ল্যাম্প বলিয়াছেন বই পড়িতে যিনি ভালবাসেন, তাঁহার শত্রু কম। তবে বই তথা পাঠাগার সম্পর্কে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় এখনো পাঠাভ্যাস-গড়িয়া না ওঠা দেশের জন্য খুবই মূল্যবান এবং প্রণিধানযোগ্য। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র স্ব-শিক্ষিত এবং স্ব-শিক্ষার ক্ষেত্র হইতেছে পাঠাগার।

ভালো বই'য়ের অভাব দুনিয়ার সব দেশেই কম-বেশি রহিয়াছে। তবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এই অভাব একটু বেশী প্রকট। কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়। বলা যায়, ভালো ও উন্নত মানের বই তুলনামূলকভাবে অনেক কম বলিয়াই হয়তো কোন কোন দেশ পশ্চাৎপর ও দরিদ্র। ❑